পরকীয়া

পরকীয়া

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১/৪ টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা ঃ
ছায়া চ্যাটার্জ্জী

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ মহালয়া—৬ই অক্টোবর ১৯৬৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
খালেদ চৌধুরী

শ্রীনবেন্দু চক্রবর্তী
শ্রীবিজয়া চক্রবর্তী

অমৃত সন্তানেষু

চমকে উঠেছে অনুশোভা। ঘাড়ের কাছে কার যেন গরম নিশ্বাস ঝরে পড়ছে। খালি মনে হচ্ছে, কে বুঝি আসছে। এমন মনে হলে, পরে দেখা গেছে—ভাবাটাই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চনমন করে তাকিয়েছে চতুর্দিকে। দেখতে পায় নি কাউকে। নজর পড়েছে পাহাড়ের গায়ে চাপ চাপ গলা আগুনের জমাট বাঁধা—লাভা। তবে কি কোন যুগের মরা আগ্নেয়গিরিটা আবার নতুন করে জেগে উঠছে। তারই কি চাপ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে?

মাটির বুকের যন্ত্রণা ক্ষোভ দুঃখ একদিন এখানেই তো ফেটে বেরিয়ে এসেছে গলা আগুনে। সেই আগুনের স্রোতে কত না ধন প্রাণ শেষ হয়ে গেছে। কত অতৃপ্ত মানুষের কামনা-বাসনা ভরা অতৃপ্ত আত্মা বুঝি ঘুরে বেড়ায় এখানকার মাটিতে, এখানকার বাতাসে। হলেও হতে পারে তাদের গরম নিশ্বাস।

কত না মিল মাটির বুকের সঙ্গে মানুষের বুকের কান্নার। কোনো মানুষের মিল আছে কিনা অনুশোভা জানে না। কিন্তু এটা তো ঠিক, অনুশোভার জীবনে হুবহু মিল।

সে কি নির্দয় সন্ধ্যা, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। অপমান ঘৃণা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অবহেলা লাঞ্ছনা, সবকটাই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক সঙ্গে তার দেহের ওপর। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

সে সব কথা—ব্যথা বেদনা আর নির্যাতন। আর মনে করতে চায় না অনুশোভা। ভুলতেই চায়। কিন্তু ভুলতে পারে কই। একটা মূর্তিমান বিভীষিকা সামনে এসে দাঁড়ায়, সেদিনকার সেই